ভগিনী নিবেদিতা ও জাতীয়তাভিত্তিক শিক্ষা

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—পরবর্তীতে ভগিনী নিবেদিতা—তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে, তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধায় ও নিজ অন্তর্লীন সেবাধর্মের প্রেরণায় ভারতের কল্যাণসাধনে, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে যে-ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন, সে-ভারত ছিল ব্রিটিশ জাতির উপনিবেশ, পরাধীন, হতশ্রী, হীনমন্য। সে-পরাধীনতাকে স্বামীজী ও নিবেদিতা উভয়েই দেশ ও জাতির অগ্রগতির পরিপন্থী বলে মনে করতেন। শাসকজাতিই শুধু ভারতবাসীদের অসভ্য, অশিক্ষিত 'হিদেন' বলে মনে করত তা-ই নয়, তারা নিজেরাও নিজেদের দীনহীন অসহায় বোধ করত। স্বামীজী তাদের lost individuality ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে লিখেছেন, বিদেশে স্বামীজীর যখনই মনে হত মৃত্যু সন্নিকট, তিনি পার্শ্বস্থ শিষ্যকে বলতেন, ''Never forget, women and the people.'' তৎকালে নারী ও জনসাধারণই ছিল অধিক উৎপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত। শিক্ষা ও সেবা দিয়ে তাদের দুঃখ মোচনই ছিল নিবেদিতার এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য।

স্বামীজী নিবেদিতার মধ্যে প্রকৃত ধর্মানুরাগ ও স্বদেশপ্রেমের সহাবস্থান দেখেছিলেন যা তিনি এদেশের উন্নতির জন্য চেয়েছিলেন। নিবেদিতাও এই ধর্মপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগ—এই দুটিকে মূলধন করেই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, স্বামীজী যখন 'India' শব্দটি উচ্চারণ করতেন, তখন তার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি ভারতের জন্য যেমন প্রবল গৌরববোধ প্রকাশ পেত, তেমনই তার পরাধীনতা, দারিদ্র্য ও পতনের জন্য এক গভীর যন্ত্রণা, অপরিসীম মর্মবেদনাও ঝরে পড়ত, প্রকাশ পেত সমভাবেই তার অভ্যুদয়ের স্বপ্নও। সিস্টার লিখেছেন, ''India was his queen of adoration, his day-dream, his nightmare.'' স্বামীজী ছিলেন সিস্টারের দৃষ্টিতে 'Condensed India.' স্বামীজী 'ভারত' নামক মহাগ্রন্থখানি যেন সানন্দে, সপ্রেমে, সযত্নে মেলে ধরেছিলেন নিবেদিতার সামনে—তার পতন, অভ্যুদয়, লজ্জা ও গৌরব সহ। তিনি হিমালয় সহ উত্তরভারত তীর্থ ভ্রমণে নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন মহিমময় ভারতের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করাবার জন্য। তার আগে তাঁকে লিখেছিলেন, ''Come with me on this journey. You are now one, I will make

প্রাক্তন অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

you twenty."

ভারতের জাতীয় আদর্শ তার আধ্যাত্মিকতা। বিদেশের রাজনীতিক্লিষ্ট জাতীয়তা নয়। ধর্মকে কেন্দ্রে রেখেই শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে; অন্য যা-কিছু লৌকিক বা জীবিকা অর্জনের শিক্ষা, সেসবই পুরুষদের মতন নারীদেরও স্বাধীনতার বোধ জাগ্রত করে দেবে। এর জন্য বিদেশি প্রথা বা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। স্বামীজী নিবেদিতাকে বুঝিয়েছিলেন যে লৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তি পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য প্রসারিত। স্বামীজী ভারতের মেয়েদের উদ্দেশে বলেছেন, ''ভারত ও ভারতীয় ধর্মে শ্রদ্ধা ও আস্থা স্থাপন করো। ভারতে জন্ম বলে লজ্জার পরিবর্তে গৌরব অনুভব করো। আর মনে রেখো অন্যান্য দেশ থেকে আমাদের কিছু নিতে হবে বটে, তবে আমাদেরও কিছু দেওয়ার আছে।"

ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজী ধর্মকে কেন্দ্রে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে হবে। ধর্ম বলতে তিনি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, চরিত্রবল, পরার্থপরতা এগুলিকেই মনে করেছেন। ভারতের সুপ্রাচীন ধর্মের প্রতি নিবেদিতার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালবাসা দেখেই স্বামীজী তাঁকে ভারতের কন্যাদের শিক্ষিকা হওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। যদিও স্বামীজী সিংহিনীরূপে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু ভারত-সন্তানদের কাছে তাঁকে সেবিকা, বান্ধবী ও স্নেহময়ী মাতার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন। ভগিনী সে-প্রত্যাশা সর্বতোভাবে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বামীজীর মত ছিল : ''ভারতীয় নারী ভারতীয় পরিচ্ছদে ঋষিমুখাগত বাণী উচ্চারণ করলে আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, ভারত আবার উঠবে।" তিনি আরও বলেছেন, ''Education should not only be national, but nation making." আরও শিখিয়েছেন, ''how to nationalise the modern and modernise the old, so as to make them one." সেই ঔপনিবেশিক ভারতে, অশিক্ষিত দরিদ্র দিশাহীন জনসাধারণ ও গৃহপ্রাঙ্গণে আবদ্ধ নারীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করা সহজ কাজ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার 'Web of Indian Life' গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থ মূল্যায়ন করে লিখেছেন, ''She had an extraordinary insight of love which could easily discover our soul with its past connection and future fulfilment."

আমরা দেখেছি স্বামীজী যখন মার্গারেটকে এদেশের কন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য আহ্বান করে আনছেন, তার পূর্বেই কলকাতায় মিশনারিদের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খুলে গেছে। বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং কিছু ব্রাহ্ম মনীষীর সহায়তায় মেয়েরা বিদ্যাশিক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীজী আবার কেন নব উদ্যোগে মেয়েদের স্কুল খুলতে গেলেন? তাছাড়া তখন কয়েকজন শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলারও আবির্ভাব ঘটেছে সমাজে। এর উত্তরে বলতে হয়, পাশ্চাত্যে নারীদের সপ্রতিভ আচরণ, স্বনির্ভর জীবন, শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রভাবে আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। মার্গারেটের মধ্যে তিনি প্রকৃত শিক্ষিকার যোগ্যতা লক্ষ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন আমাদের মেয়েদের পবিত্রতা, ধর্মবোধ, মননশীলতা, ত্যাগ, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাধীনতা—এই দুটি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ভারতীয় নারীদের করুণ অবস্থা হৃদয়বান এই সন্ন্যাসীকে অধিক কাতর করে তুলেছিল।

দ্বিতীয় উত্তরটি শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর কথায় প্রকাশ

পেয়েছে : ''ভবিষ্যত ভারতের জন্য (স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করে) নিবেদিতাই প্রথম আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়ের বীজ বপন করে গেছেন। পরাধীন ভারতে জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করে শিক্ষায়তন স্থাপন সহজ কাজ ছিল না। কেমন করে নিবেদিতা সবরকম সামাজিক, অর্থনৈতিক বাধা উপেক্ষা করে তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এই বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন, তা আমরা চোখের সামনে দেখেছি।''

তৃতীয় উত্তরটি আমরা দিতে পারি এভাবে যে, রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে স্বামীজীর সমকাল পর্যন্ত যত মনীষী ভারতীয় নারীর শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, তাঁরা বিদেশি ভাবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতেই চেষ্টা করেছেন এবং তাতে পুরুষদেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। স্বামীজী বিপরীত পক্ষে ভেবেছেন, এ-ধরনের শিক্ষায় জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান দুইই বিঘ্নিত হবে। পরাজিত জাতিকে যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়, তবে পুরুষ-নারী উভয়কেই নিজ দেশের শিক্ষা-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে সমভাবে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। নারীর শিক্ষার ভার নারীকেই দিতে হবে, কারণ নারীরাই তাদের সমস্যার সমাধান সঠিকভাবে করতে সক্ষম হবে।

নিবেদিতা এদেশে এসে লক্ষ করেছিলেন ভারতীয়দের মননে, সামাজিক-পারিবারিক জীবনে ত্যাগ ও সেবার মহান আদর্শ সহ অন্যান্য গুণাবলি থাকলেও, জাতীয়তার আদর্শ—'এক জাতি এক প্রাণ একতা' এই ভাবটির অভাব রয়েছে। তিনি লিখেছেন, একটি ভূখণ্ডের মানুষ যখন এক ভাব, এক আদর্শ, এক স্বার্থ, এক লক্ষ্য, একই গৌরববোধ, একই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একযোগে আন্দোলিত হয় জাতির দুঃখমোচনে—তার মুক্তির জন্য, তখনই জাতীয়তার জন্ম হয়। ইংরেজদের মধ্যে যে-'national feeling' দৃঢ়, তা এখানে নেই। তাই এই national feeling জাগাতে তিনি সর্বাগ্রে তৎপর হয়েছেন এদেশে—যেখানে বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মের, বহুপ্রকার আচার- আচরণের মানুষ একত্রে বসবাস করছে। এদের মধ্যে প্রথমেই চাই সমপ্রাণতা—শিবাজী যেমন চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অনন্য ভাষায় : ''এক রাজ্য ধর্ম পাশে খণ্ডচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।''

নিবেদিতা বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক দাসত্ব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা গৌণমাত্র—ভারতীয় জনগণের এখন চাই জাতীয়তাভিত্তিক শিক্ষা। তীক্ষ্ণ মেধা, মননশীলতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধায় তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনাদর্শ, উদার সমন্বয়ী ধর্মভাব, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমদর্শিতাই একমাত্র এই পথের দিশারি হতে পারে। এরই সমর্থনে তাঁর ঘোষণা—''No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray.''

স্বামীজীর চিন্তায় যে-গতিশীল সংস্কারমুক্ত জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ছিল, সেটিই তিনি গ্রহণ করেছেন। এরই জন্য স্বামীজী তাঁকে ভারতের অতীত গৌরবময় ইতিহাস, তার উচ্চতম বৈদান্তিক একত্ববাদ, নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মত্যাগের কথা শুনিয়েছিলেন। নিবেদিতা তাই লিখেছেন, ভারতে জাতীয়তার জাগরণের জন্য দেশের প্রকৃত ইতিহাসচেতনার উন্মেষ চাই। ইতিহাস শুধুমাত্র অতীতের বার্তাবহ হবে না, ভবিষ্যতেরও সে দিশারি হবে। ''History must not end with the past, but must know how to point the finger to the future.''

এই কারণেই নিবেদিতা জাতীয়তাবাদী সংস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ছাত্রীদের বলতেন, ''তোমরা জপ করবে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস, বিবেকানন্দ সোসাইটি গঠন করেছিলেন যুবকদের নিয়ে।

তাদের বোঝাতেন যে ভারতের সমস্ত অধিবাসী সহ ভারত এক সজীব সত্তা। অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বলতেন সম্রাট অশোক, আকবর প্রমুখের জীবন ও কার্যাবলি গণতন্ত্র ও জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তিনি জাতীয় উৎসব, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন। এই ভাবের সর্বোত্তম প্রকাশ ছিল 'বজ্র'চিহ্ন—যা কোনও প্রতিমা নয়—স্বদেশের কল্যাণে নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মত্যাগের প্রতীক, যা সকল ধর্মের মানুষের কাছে সমানভাবে গ্রহণীয় হতে পারবে। স্বামীজী নিজেকে বলতেন 'বজ্র'। স্বামীজীর কাছে নিবেদিতা অধ্যাত্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা শুনেছেন যার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনও বিরোধ নেই বা যুক্তির দিক দিয়ে ঘটতে পারে না। তিনি সেটিই দেশবাসীর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন জাতীয় উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ছিল আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেটিই স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের সঠিক পথনির্দেশ দিতে পেরেছিল।

যখন ভারতের নেতৃবৃন্দ 'regeneration of India'-র কথা বলেছেন, তখন সিস্টার এই regeneration শব্দটির প্রয়োগে আপত্তি করেছেন, কারণ বিশ্বের অনেক দেশেরই কোনও না কোনও ত্রুটি-দুর্বলতা আছে, তাদের ক্ষেত্রেও regeneration শব্দটি প্রযুক্ত হবে। ভারতের জন্য, তিনি মনে করেছেন, 'Self-organisation' শব্দটি অধিক উপযুক্ত কারণ ভারত তার শক্তি-সামর্থ্যকে সক্রিয়ভাবে সুসংহত করে গড়ে তুলবে। 'Civic Ideal and Indian Nationality' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, এই পথেই মহাভারতের উত্থান হবে ও ক্ষমতায়নের পথে সে এগিয়ে যাবে। এখানে স্বীকার করতে হচ্ছে, নিবেদিতার এই চিন্তাটি ছিল মৌলিক, কারণ স্বামীজীও regeneration-এর কথাই বলেছিলেন, সিস্টার এক্ষেত্রে স্বামীজীর ভাবকে অতিক্রম করে যেন একটি নতুন ভাব দিয়েছেন। এই গ্রন্থেই তিনি লিখেছেন, ''আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য; এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির ওপরই জাতীয় ঐক্য গঠিত।'' এই জাতীয়তার বেদিমূলে তিনি আমাদের নিবেদিত হতে আহ্বান করেছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা আজও এর গুরুত্ব অনুভব করিনি, লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হইনি। তবে সিস্টার আমাদের হতাশ হতে নিষেধ করেছেন—আমরা আশাও করব না, হতাশও হব না, আমরা জাতীয়তার সৈনিক, বীরের নিত্য সংগ্রামেই আমাদের অধিকার, পুরস্কার থাকুক কালের হাতে।

১৯০৪ সালে বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মতিথিতে যে-সভা হয় তাতে নিবেদিতা বলেছিলেন, "We have not assembled here to get lost momentarily in this exhilaration and exuberance of this celebration. This celebration is arranged in order that we may acquire the power, the spirit through which we may put our heart and soul to translate, to actualise the great teachings of Swamiji, and enrich and empower ourselves as well as our country India.''

আজ ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ের একশো পঁচিশ তম জন্মবার্ষিকীতে এটিই হোক আমাদের অঙ্গীকার, এই প্রার্থনা রাখি। ✠